ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩০৭ ● কলকাতা ● ২৭ কার্তিক, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ১৪ নভেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

টম ক্রুজ হতে গিয়ে ব্যর্থ, ব্যাপক সমালোচনায় কঙ্গনা

পৃঃ ৫

বিশ্বের শীর্ষ ধনী ফুটবলার রোনাল্ডো

পৃঃ ৬

মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে

দীপাবলির রাতেই গুলি খেলেন মা-মেয়ে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সারাদেশ জুড়ে উৎসবের মরসুম। তার মাঝে দিল্লিতে চলল গুলি। বাংলায় দীপাবলি ও সারা দেশ জুড়ে মানুষ রবিবার ব্যস্ত ছিল দিওয়ালির পুজোয়। সেরকমই দিল্লির খেরা খুড় জেলার এক মা ও মেয়ে বেরিয়েছিলেন দিওয়ালিতে পুজো দেওয়ার জন্য। তখনই তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। অন্যদিকে উতসবের মাঝেই বাংলাতে শ্যুট আউট। জয়নগরে খুন তৃণমূলের পঞ্চায়েতের সদস্য।বাড়ির থেকে বেরনোর কিছু পরই দুষ্কৃতীদের অতর্কিত হামলায় খুন হলেন জয়নগর থানার অন্তর্গত বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য সাইফুদ্দিন লস্কর। তাঁর বয়স ছিল ৪৩ বছর। জানা গিয়েছে তিনি বামনগাছি অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি। মৃত সাইফুদ্দিন লস্করের স্ত্রী সেরিফা বিবি লস্কর এই বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের পঞ্চায়েতের প্রধান।জানা গিয়েছে গুলির শব্দ শুনেই লোকজন ছুটে আসে এবং তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে জয়নগর এক নম্বর ব্লকের পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে

এরপর ৩ পাতায়

বগটুই কাণ্ডের ছায়া জয়নগরে! তৃণমূল নেতা খুন,

দাউ দাউ করে জ্বলছে গোটা গ্রাম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কালীপুজোর পরের দিন সকালেই জয়নগরে খুন তৃণমূল নেতা। বামনগাছির গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী তথা পঞ্চায়েত সদস্য সইফুদ্দিন লস্করকে (৪৫) গুলি করে খুন। পুলিশ সূত্রের খবর, সোমবার ভোর ৫টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ওই তৃণমূল নেতা। রাস্তাতেই তাঁকে ঘিরে ধরে কয়েকজন দুষ্কৃতী।পুলিশ গ্রামে পৌঁছলেও রাস্তাঘাট খারাপ থাকায় এখনও পর্যন্ত সেখানে পৌঁছতে পারেনি দমকল। স্থানীয় মহিলারাই পুকুর, কুয়ো থেকে জল তুলে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগিয়েছেন বলে জানাগিয়েছে।

পুলিশ সুপার অবশ্য জানিয়েছেন, গুলির ঘটনায় যে ব্যক্তি যুক্ত, তাঁকে আটক করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি খুনের কথা স্বীকার করেছেন বলেও দাবি পুলিশের।কিছু বুঝে ওঠার আগেই সইফুদ্দিনকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় তাদের একজন। সইফুদ্দিনের কাঁধে গুলি লাগে। রাস্তাতেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। গুলির আওয়াজ পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষপর্যন্ত বাঁচানো যায়নি।

এলাকার তৃণমূল সংগঠনের অঞ্চল সভাপতির দায়িত্বও সামলাতেন সইফুদ্দিন। যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন বলেও দাবি তৃণমূল সূত্রের। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক বিভাস সর্দার। তিনি এই ঘটনার নেপথ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকেই দায়ী করেন। মৃতের বাবা ইলিয়াস লস্কর অবশ্য আঙুল তুলেছেন সিপিএমের দিকে।

এদিকে, সইফুদ্দিনের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পরই উত্তেজনা ছড়ায় গোটা এলাকায়। পর পর কয়েকটি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। কার্যত দাউদাউ করে জ্বলছে গোটা গ্রাম। বাড়ি ঘর, গাছপালা দোকান সব পুড়ে গিয়েছে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকেছে আকাশ। মজুত রাখা ধান ও ধানের গোলা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়িগুলি থেকে আসবাব বার করে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে রাস্তায়।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক

মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে কৌশলে মেরে দেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সত্যি কথা লেখার জন্য, দীর্ঘ কুড়ি বছর রাজনৈতিক কৌশলে মেরে দেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বিরুদ্ধে। কেননা তিনি দুর্নীতির সঙ্গে আপোস করে না। দুষ্কৃতীদের অন্যায় করলে সে কথা সবার আগে তার কলমের ভাষাতেই প্রকাশ পায়। তাই তার পরিবারের উপরে দীর্ঘ কুড়ি বছর মানসিক শারীরিক ও সামাজিক বিষয়ে অত্যাচার অব্যাহত। শত অত্যাচার অপমান অবিচার সহ্য করেও তিনি নীরবে কাজ করে চলেছে। আর সত্যি কথা প্রকাশ পাওয়ার কারণেই একশ্রেণীর দুষ্কৃতীরা দীর্ঘ বছর আগে থেকেই মৃত্যুঞ্জয় সর্দারের পরিবারসহ তাকে খুন করার পরিকল্পনা অব্যাহত রেখেছে। এক শ্রেণীর নেতাদের তার জমি জায়গা কেড়ে নেবে বলে অন্যের নামে

এরপর ৩ পাতায়

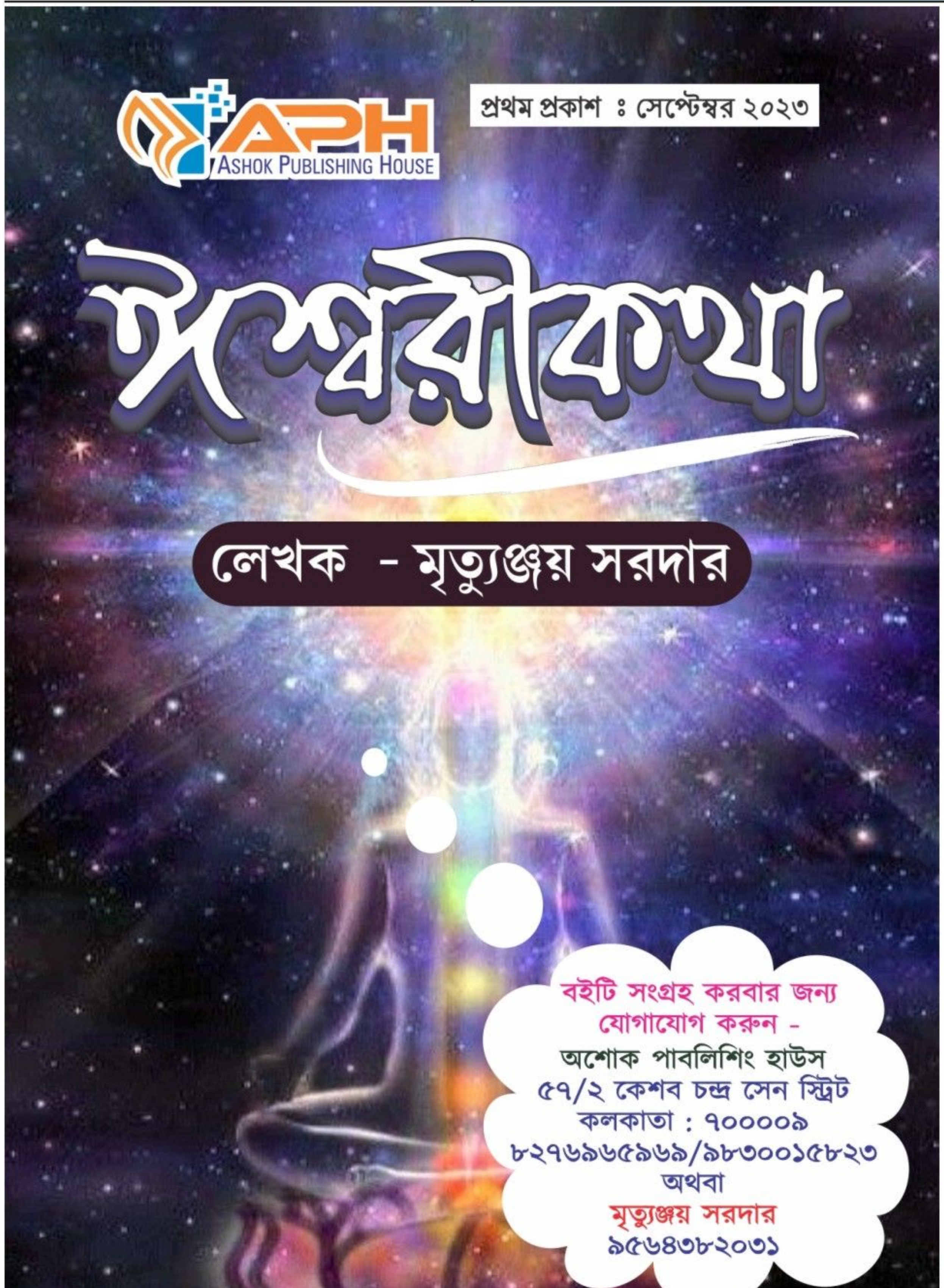

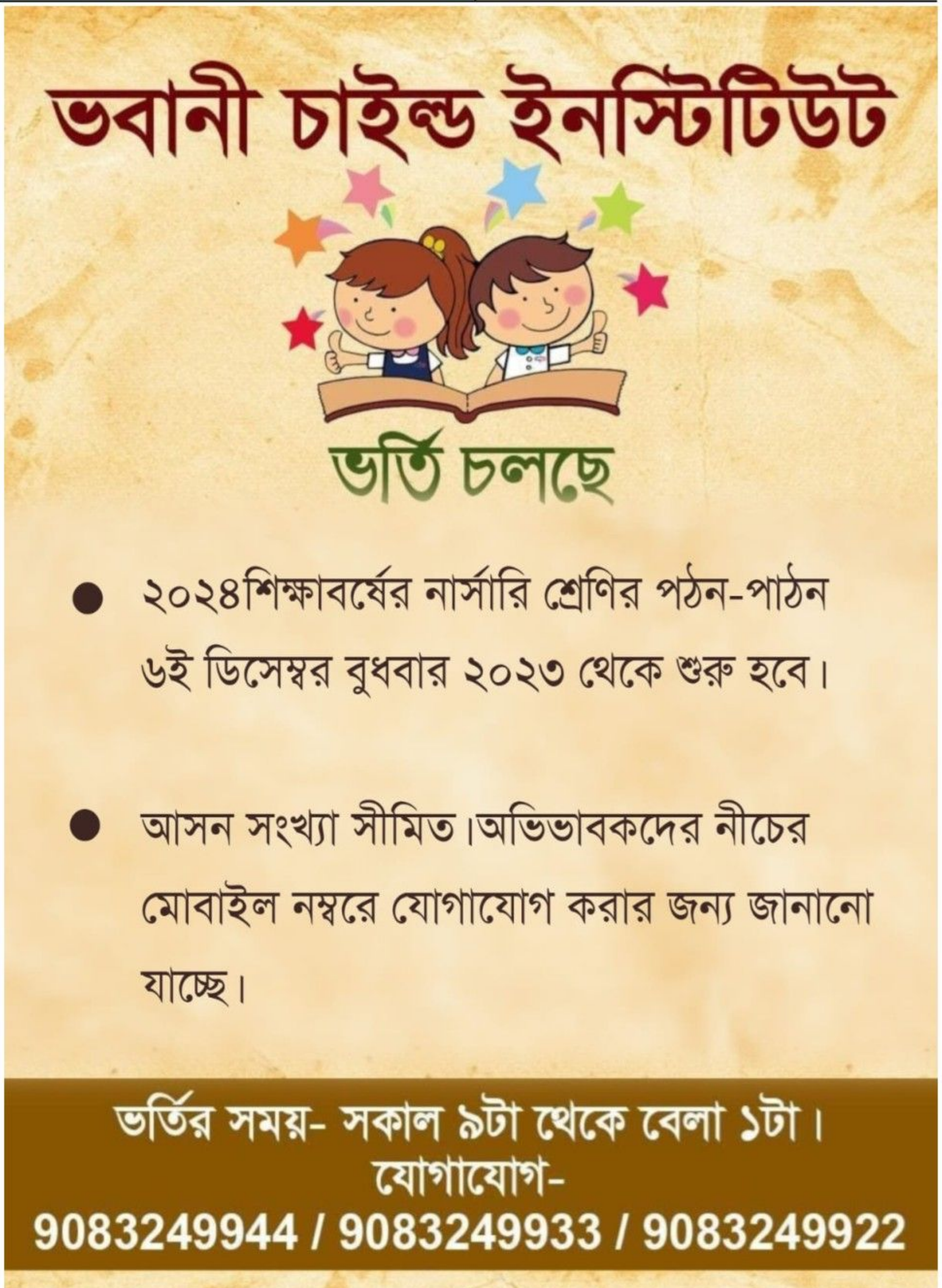

লোকসভা ভোটের আগে

তৃণমূলের সাংগঠনিক পদে ব্যাপক রদবদল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সোমবার লোকসভা ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের সাংগঠনিক নেতৃত্ব পদে রদবদল ঘটালো। একাধিক জেলার নতুন কমিটিতে বাধ পড়েছেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা। বীরভূম জেলা সভাপতির নাম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে অনুব্রত মণ্ডলকে। কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মহুয়া মৈত্রকে।

জঙ্গলমহলের পুরুলিয়া জেলার সাংগঠনিক চেয়ারপারসন হয়েছেন হংসেস্বর মাহাতো। ওই জেলার সাংগঠনিক সভাপতি দায়িত্ব পেয়েছেন সৌমেন বেলথাড়িয়া। পূর্ব বর্ধমানের সাংগঠনিক চেয়ারপার্সন হয়েছেন অপূর্ব চৌধুরী এবং জেলার সভাপতি দায়িত্ব পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথির সাংগঠনিক চেয়ারপারসন হয়েছেন তরুণ মাইতি এবং জেলা সভাপতি দায়িত্ব পেয়েছেন পীযূষ কান্তি পন্ডা। তমলুকের সাংগঠনিক চেয়ারপারসন হয়েছে চিত্তরঞ্জন মাইতি ও জেলার সভাপতি দায়িত্ব পেয়েছেন অসিত ব্যানার্জি। ঝাড়গ্রামের সাংগঠনিক জেলা চেয়ারপারসন হয়েছেন বিরবাহা সরেন টুডু এবং জেলা সভাপতি দায়িত্ব পেয়েছেন দুলাল মুর্মু। সোমবার মোট ১৯ টি জেলার সাংগঠনিক পদে রদবদল ঘটিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব।বীরভূম জেলার চেয়ারম্যান করা হয়েছে রাজ্যের মন্ত্রী আশীস বন্দ্যোপাধ্যায়কে। একই সঙ্গে আসিস বাবু বীরভূম জেলার কোর কমিটির দায়িত্ব ও সামলাবেন। মুর্শিদাবাদ বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পদে আনা হয়েছে অপূর্ব সরকারকে। ওই পদে আগে ছিলেন আবু তাহের খান। জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা চেয়ারম্যান পদে আনা হয়েছে বিধায়ক জাকির হোসেনকে। বাঁকুড়া সংগঠনে জেলা সভাপতি পদ থেকে দিব্যেন্দু সিংহ মহাপাত্রকে সরিয়ে আনা হয়েছে বিধায়ক অরূপ চক্রবর্তীকে। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি পদে আনা হয়েছে বিক্রম জিত চট্টোপাধ্যায়কে ।ওই পদে এতদিন ছিলেন বড়জোড়ার বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায়। হুগলি জেলার আরামবাগ সাংগঠনিক চেয়ারপারসন পদে আনা হলো স্বপন নন্দীকে ।এর আগে ওই পদে ছিলেন জয়দেব জানা। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত সাংগঠনিক জেলার চেয়ারপারসন পর থেকে তপতী দত্তকে সরিয়ে দায়িত্বে আনা হল রত্না বিশ্বাসকে। বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার দুটি পদে বদল ঘটানো হয়েছে চেয়ারপারসন থেকে হাজি নুরুল ইসলামকে সভাপতি করা হয়েছে। ওই জেলার সভাপতি পদে থাকা সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেয়ারপার্সন এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়িতে জেলা চেয়ারপারসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে খগেশ্বর রায়কে। ওই জেলার সভাপতি দায়িত্ব পেয়েছেন মহুয়া গোপে। পশ্চিম বর্ধমানে সাংগঠনিক জেলা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়েছেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। জেলার সভাপতি দায়িত্ব পেয়েছেন নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

পড়শি পার্থ, প্রেসিডেন্সিতে

প্রথম রাত কেমন কাটল জ্যোতিপ্রিয়র?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : একসময়ের দলীয় সহকর্মী থেকে পড়শি। জ্যোতিপ্রিয় এবং পার্থ বর্তমানে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে একে অপরের প্রতিবেশী। অতীতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগঠনের দায়িত্ব সামলেছেন দুজনে। বছরখানেক আগে যেন তাল কাটে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার। আর তার পর থেকে জেলবন্দি পার্থ চট্টোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, গত ২৬ অক্টোবর গ্রেপ্তার হন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। দুদফায় ইডি হেফাজতে সিজিও কমপ্লেক্সে ছিলেন। কালীপুজোতেই জেলে যান জ্যোতিপ্রিয়। সূত্রের খবর, জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবীরা রবিবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে জামিনের আবেদন জানাননি। 'শারীরিক অসুস্থতা'র কথা উল্লেখ করে সরকারি হাসপাতালে ভর্তির আর্জি জানান। আগামী ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজত মন্ত্রীর। ওইদিন আদালত কী রায় দেয়, সেটাই এখন দেখার ।তৃণমূলের সমস্ত পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে তাঁকে। এদিকে, রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকেরও বর্তমান ঠিকানা প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার। ধৃত মন্ত্রী গরাদের ওপারে ইতিমধ্যে কাটিয়ে ফেলেছেন এক রাত। পয়লা বাইশ সেলে থাকলেও মুখোমুখি দেখা হয়নি জ্যোতিপ্রিয়-পার্থর।

প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের পয়লা বাইশ সেলেই সাধারণত হেভিওয়েট অভিযুক্তদের রাখা

এরপর ৩ পাতায়

কলকাতার দুর্গা পূজা উৎসবে ক্যান্ডিড পাউডার ব্র্যান্ড

স্বস্তি ও সচেতনতা প্রদান করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে

Kolkata, 13th November 2023: নিউজ সারাদিন : ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার, গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যালসের ফ্ল্যাগশিপ সামগ্রী এবং ওভার দ্য কাউন্টার (ওটিসি) অ্যান্টি-ফাঙ্গাল পাউডার বাজারে এক জনপ্রিয় নাম, একটি অসাধারণ ব্র্যান্ড অ্যাক্টিভেশন প্রচারাভিযানের মাধ্যমে গ্রাহক কল্যাণে তার প্রতিশ্রুতি অব্যাহত রেখেছে।

একটি বিশেষ ব্র্যান্ড সংযোগ তৈরি করার এবং স্থানীয় সংস্কৃতিতে নিজেকে সজ্জিত করার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে, ক্যান্ডিড পাউডার পশ্চিমবঙ্গের বাজারে তার বিশেষত্ব তৈরি করেছে।এই ব্র্যান্ডের লক্ষ্য গ্রাহকদের সাথে ব্যক্তিগত সংযোগ তৈরি করা, ফাঙ্গাস এবং ত্বকের সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ক্যান্ডিড পাউডারের ভূমিকা সম্পর্কে তাদের জানিয়েছে। এই অ্যাক্টিভেশনটিকে প্রাণবন্ত করতে, ব্র্যান্ড টিম বিশেষ স্থানগুলি চিহ্নিত করেছে যেখানে মানুষ গরম এবং আর্দ্র পরিবেশের কারণে অস্বস্তি বোধ করে, যার ফলে অতিরিক্ত ঘাম হয় যা, ত্বকের সংক্রমণের প্রাথমিক কারণ।কলকাতার প্রাণবন্ত দুর্গাপুজো উৎসব এই উদ্যোগের নিখুঁত জায়গা প্রদান করেছে।গরম থেকে স্বস্তির জন্য বেশ কয়েকটি প্যান্ডেলের ভিতরে অ্যাক্টিভেশন এলাকায় ফ্যান বসানো হয়েছিল। এটি দর্শকদের ত্বকের স্বাস্থ্যের উপর ঘামের প্রতিকূল প্রভাব এবং সমাধান হিসাবে ক্যান্ডিড পাউডারের কার্যকারিতা সম্পর্কে জানিয়েছে। ব্র্যান্ডের সচেতনতা বাড়াতে উতসবে বেড়াতে আসা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সচেতনতা বাড়াতে শহর জুড়ে বহু ব্যানার এবং হোর্ডিং লাগানো হয়েছিল। শহর জুড়ে একাধিক প্যান্ডেলে চিকিতসকরা ত্বক-সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানে অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শ দিয়েছেন।

ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার, গ্লেনমার্কের কনজিউমার কেয়ার পোর্টফোলিওর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, স্বাস্থ্যসেবা সমাধানে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। কনজিউমার কেয়ার সেগমেন্টের একজন শীর্ষস্থানীয় হিসেবে, গ্লেনমার্কের কৌশল এমন প্রোডাক্ট তৈরি করে যা গ্রাহকদের সমস্ত চাহিদা পূরণ করে। ত্বকের যত্ন এবং অ্যান্টি-ফাঙ্গাল পাউডার ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডারের প্রোডাক্ট পরিসর সহ, গ্লেনমার্ক ভারত জুড়ে গ্রাহকদের স্বাস্থ্য এবং মঙ্গলের কামনায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কলকাতায় দুর্গা পুজোর চলাকালীন এই অ্যাক্টিভেশন ক্যান্ডিড পাউডার গ্রাহকদের সাথে আরও শক্তিশালী সংযোগ গড়ে তোলে, যা, ফাঙ্গাস সংক্রমণের বিষয়ে সচেতনতা প্রচার এবং বছরের পর বছর ধরে তৈরি করার বিশ্বাস, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং ইক্যুইটিকে শক্তিশালী করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দুর্গা পুজো উৎসবে ক্যান্ডিড পাউডারের লক্ষ্য স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের উপর স্থায়ী প্রভাব তৈরি করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছিল।

বাঁকুড়ার টেরাকোটা মণ্ডপ ও

কালী পুজোর জীবন্ত প্রদর্শনী

জয়দীপ যাদব, কলকাতা : নিউজ সারাদিন : এ বছরও বৃহত্তর মাটিয়াবুর্জের রবীন্দ্রনগর থানা এলাকার টিজি রোডে বেলপুকুর যুবক সংঘের উদ্যোগে কালী পূজার জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বেলপুকুর যুব সংঘের প্রধান সাংগঠনিক সম্পাদক সুরদা বাহাদুর সোনার পাপুল দাই জানান, ১৯৬৫ সাল থেকে এখানে কালী পূজা ও জীবন্ত প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে। এ বছর বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা শৈলীর মণ্ডপ তৈরি হয়েছে। যেখানে কালী মাতা অশুভ শক্তির বিনাশ করছেন। প্রতি বছর এখানে সামাজিক, অনুষ্ঠান, ধর্মীয় ইত্যাদি থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে জীবন্ত প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সুরদা বাহাদুর সোনার পাপুল দাই বলেন, এই প্রদর্শনী দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসেন এবং পুরো মহানগরীতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সুরদা বাহাদুর সোনার পাপুল দাই জানান, সরাসরি প্রদর্শনীটি পরিচালনা করেছেন চন্দ্র বাহাদুর সোনার বাবু দাই। আলোকসজ্জা ও উন্নত করা হয়েছে এবং আলোর মাধ্যমে সামাজিক উদ্বেগের বিষয়গুলি উপস্থাপন করা হয়েছে। পূজা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কলকাতায় নেপালের কনস্যুলেট জেনারেল যশোর রাজ পাউডেল। এ সময় প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল ও ট্রাস্টি বিপ্লব রায়, মহেশতলা সিআইসি (সমাজ কল্যাণ ও অন্যান্য) তাপস হালদার, মাটিয়াবুর্জ তৃণমূল নেতা ও কাউন্সিলর সব্যসাচী বসু, সংগঠনের সভাপতি ও সমাজসেবক ধনঞ্জয় সিং, ওয়ার্ড ১ তৃণমূল সভাপতি রাম নরেশ যাদব, সমাজসেবক সঞ্জয় জয়সওয়াল প্রমুখ মতামত ব্যক্ত করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন শচীন রবিদাস, পরস সোনার, বিনোদ সোনার প্রমুখ।

বাউলগানে বর্ধমানে কালী পুজোর সন্ধ্যা জমজমাট

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন লিখছেন রাষ্ট্রপতির প্রসংশিত শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল পূর্ব বর্ধমান : বাংলার লোক প্রসার প্রকল্পে মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় বর্তমানে বাংলার বাউলরা সম্মানীত রাজ্য সরকারের কাছে লোক শিল্পীর স্বীকৃতি ও পরিচয়পত্র পেয়ে। তবে প্রথমেই বলতে হয় বাউলের স্রষ্ঠা শ্রদ্ধেয় লালন ফকির যার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাউলদের পথ চলা । আগের দিনে কয়েকজন বাউল ও লোক গীতি এবং পল্লী গীতির জগতে বিখ্যাত ওনারা সঙ্গীত জগতে অমর । তারাই দীর্ঘদিন ধরে বাউল গানে একছত্র অধিপতি ছিলেন। সর্বশ্রী বাউল সম্রাট পূর্নদাস বাউল , সুরেলা কণ্ঠের অধিকারি প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী বাউল , বাউল সাধক সাধন বৈরাগী বাউল সাধিকা মাকি কাজমা, লক্ষণ দাস বৈরাগ্য আর লোকগীতির জগতে বলিষ্ঠ সুমধুর কণ্ঠস্বর স্বনামধন্য গোষ্টগোপাল দাস , অংশুমান রায়, সু প্রসিদ্ধ প্রচলিত গানে অমর পাল , আব্বাস উদ্দিন , রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমিন, স্বপ্না চক্রবর্তী প্রভৃতি বিখ্যত বিখ্যাত শিল্পীদের কথা বলতেই হবে যাদের গান শ্রোতাদের কাছে চির অমর হয়ে আছে ও ভবিষ্যতে ও থাকবে। তবে অধুনিক গানে দিকপাল সর্বশ্রী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া আগমন ছবির " ভালোবাসার এই কিরে খাজনা " গানটি এবং অরতি মুখার্জির হংসরাজ ছবির গান গুলি বাউলাঙ্গে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় যার তুলনা হয় না। এপ্রসঙ্গে সাধক ভবা পাগলার কথা বলতেই হবে, ভবা পাগলার সাধনার তত্ব কথা বাউল গানের কথা সুর ও চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে যত দিন বাউল গান ও বাউলরা থাকবে। যখন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হলেন মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বাউল ও লোকশিল্পী জগতের মধ্যে আমূল পরিবর্তন আনলেন । বাংলার লোক শিল্পীদের একরকম বলা যায় তিনি খুঁজে খুঁজে তাদের লোক প্রসার প্রকল্পে এনে লোক শিল্পীর স্বীকৃতি দিয়ে রাজ্য সরকারের পরিচয় পত্র দিয়ে সারা বাংলার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পথের ধারে পরে থাকা বিভিন্ন আঙ্গিকের লোক শিল্পীদের ও বাউলদের জীবনের এক নব জাগরণের ঘটালেন। তার পর থেকেই বাংলার বাউলরা জেগে উঠলো। এত বাউল লোক শিল্পী বাংলায় যে আছে কেউ জানতই না । তবে বাংলার বর্তমানে দু লক্ষ বাউল লোক শিল্পীদের মধ্যে আসল ও সত্যি কারের সাধক বাউলের সংখ্যা গুটি কয়েক , আসল ও সাধক বাউলের তেমন জুড়ি মেলা ভার । তবুও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বাউল লোক শিল্পর স্বীকৃতি পরিচয় পত্র পেয়ে কিন্তু বাউলরা যার যেমন প্রতিভা যার যেমন যোগ্যতা সেই নিয়েই চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে , বিখ্যাত বীরভূমের জয়দেবের মেলা ছাড়াও বিভিন্ন বাউল মেলায় মেলায়, বাউল গানে মাতোয়ারা হয়ে বাংলাকে মাটির গানে সংস্কৃতি মনোভাবাপন্ন করে তুলতে এগিয়ে চলেছে নব প্রজন্মের বাংলার বাউল লোক শিল্পর দল। পূর্ব বর্ধমানের খাজা আনোয়ার বেড় আলমগঞ্জ রোডে ভুত নাথ কালী মন্দিরে কালী পুজো সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। বিখ্যাত তবলিয়া ভোলা নাথ বেজের সুযোগ্য সন্তান তবলা বাদক প্রদীপ বেজের দাদু কানাই লাল বেজ প্রতিষ্ঠিত ভূত নাথ বাড়ীর পুজো এবারে ৬০ বছরের পুজো । এ বছরে সেই কালী পুজো উপলক্ষ্যে বাউল দল বাউল গানের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে কালী পূজোর সন্ধ্যাকে আরও মনোজ্ঞ করে তুলল। বিশিষ্ঠ তবলা বাদক প্রদীপ বেজ এর বাড়ির কালী পুজোয় তারই উৎসাহে ও উদ্যোগে এই বাউলগানের অনুষ্ঠান। বাউল গানে অংশ নিয়েছেন সর্বশ্রী কৃষ্ণ দাস বৈরাগ্য, বর্ষীয়ান শিল্পী মন্মথ দাস (মনা ক্ষ্যাপা) , নরেশ কর্মকার, নব পড়েল, প্রিয়রাম মাজি, রিন্টু দাস, নরেন শিকদার, প্রিয়ালী পাল, সৌমেন কুন্ডু, উত্তম মন্ডল, হৃদয় সাধু, বিদ্যুৎ মন্ডল, ও আরো অনেকে। বাউল গানে বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্রের সঙ্গে তবলা সঙ্গতে প্রদীপ বেজ, ও সুখেন সাহা সমগ্র অনুষ্ঠানে তবলা সঙ্গত করে অনুষ্ঠানটিকে মণ মূগ্ধকর করে তোলেন। বাউল শিল্পীরা কেউ গাইলেন আধুনিক লোকগীতি , পল্লীগিতি , কেউ বা আধ্যাতিক, কালী মায়ের গান, কেউ বা দেহতত্ত্ব, মহাজনী গান , লালন ফকিরের গান, ভবা পাগলার গান, আবার অনেক শিল্পী বিখ্যাত শিল্পীদের ক্যাসেট ও রেকর্ডের এবং অ্যালবামের গান গেয়ে আসর জমালেন। এলাকার ছেলে প্রদীপ বেজের তবলা সঙ্গত শুনে এলাকার মানুষ অনেকেই সাধুবাদ জানান। কালী পূজোর সন্ধ্যে থেকে রাত্রি এগারো টা পর্যন্ত এই বিভিন্ন ধরনের বাউল গান উপহার পেয়ে এলাকা বাসি আনন্দে খুশীতে বাউল গানে মাতোয়ারা হয়ে কালী পুজোর সন্ধ্যা কাটালেন।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

দীপাবলির রাতেই গুলি খেলেন মা-মেয়ে

নিয়ে এলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

দিল্লি পুলিসের তরফে জানানো হয় যে এক মা তাঁর মেয়ের সঙ্গে দিওয়ালির রাতে পুজো দিতে বাড়ি থেকে বের হন। তখনই অজানা অচেনা এক ব্যক্তি তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি মা-মেয়ের উপর একাধিক গুলি চালানো হয়েছে। সেই গুলিতে প্রাণ না হারালেও গুরুতর আহন হন দুজনেই। তড়িঘড়ি সেখানে উপস্থিত সাধারণ মানুষ তাঁদের নিয়ে যান হাসপাতালে। আপাতত তাঁদের অবস্থা সংকটজনক। জানা যাচ্ছে যে ঐ দুই মহিলার সঙ্গে অন্য একটি পরিবারের সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা চলছিল। ইতোমধ্যেই পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। পুলিসের অনুমান, সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরেই হয়তো মা-মেয়েকে খুন করার পরিকল্পনা করা হয়। যদিও পুলিসের হাতে এখনও কোনও প্রমাণ নেই। এমনকী এই ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতারও করতে পারেনি দিল্লি পুলিস।

১-ম পাতার পর

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে কৌশলে মেরে দেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে

রেকর্ড করে গোপনে তাদের মুনাফা নেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল। সত্যি ঘটনা যখন প্রকাশ্যে এসছে তখন মৃত্যুঞ্জয় সরদার সমস্ত ঘটনা লিখিত প্রশাসনকে জানার পরে। শ্রেণীর দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে মদ খাচ্ছে মৃত্যুঞ্জয় বাড়ির মাঠের আশেপাশে বসে। আর মৃত্যুঞ্জয় পরিবারের যেকোনো উপর কী ভাবে ক্ষতি আলোচনা করছে। জমি যেভাবে কেড়ে নেওয়া যায় তার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করছে, নেতারা সন্ধ্যা বেলায় বাড়িতে মিটিং ডেকে আলোচনা করছে যাতে ওই জায়গায় পুনরায় মৃত্যুঞ্জয় বাবুর কাগজপত্র না হয় সেই চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে এ বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয় সরদার বলেন যে সব কিছুর ঊর্ধ্বে ভগবান আছে প্রশাসনকে সব জানানো আছে, তবে তার পরিবার মৃত্যুঞ্জয় খুন হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। মৃত্যুঞ্জয় সহ ও তার পরিবারের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে একাধিকবার তাদের কথাতে বেরিয়ে এসেছে ।সেই কারনে বলতে চাই জঘন্য থেকে জঘন্যতম নোংরামিতে ভরপুর হয়ে যাচ্ছে গ্রামগঞ্জে, দীর্ঘ কুড়ি বছর যে পরিবারটা রাজনৈতিক সঙ্গে কোন ভাবে যুক্ত নয় তাদেরকে পিষে মারার চেষ্টা করছে বিভিন্নভাবে। তাহলে কি রাজনীতিক হচ্ছে বাংলার ভবিষ্যৎ, আইন বা পুলিশ প্রশাসন বলে কিছুই নেই? কেনই বা সমস্ত ঘটনা সবার সামনে আসার পরেও দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয়ের সরদারের পরিবারের এখানে অবস্থা! তাহলে কি রাজ্যের একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা এইরকম জঘন্য তম ঘটনা সম্মতি দিয়ে সম্পাদক পরিবারের বিলুপ্ত করতে চাইছে? সমস্ত ঘটনা সবার সামনে আসার পরেও এই পরিবারের কেনই বা নিরাপত্তা থাকতে পারবেনা? যত রকম অন্যায় অবিচার সহ্য করতে করতে সম্পাদকের পরিবারের প্রায় লোক অসুস্থ অবস্থায় ভুগছে। সম্পদ পরিবারের মাছ চাষের ভেরি আছে, সেই ভেরীটা জোরপূর্বক দখল নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে শ উচ্চ স্তরে পুলিশকর্তারা বিষয়টি জানার পরেও কোনরকম রক্ষা করে রেখেছে এই পরিবারটাকে। এই পরিবারের মাছ চাষের ভেরির সমস্ত মাছ ইচ্ছাকৃতভাবে চুরি করিয়ে দেয়া হয়। প্রতিনিয়ত কোন না কোন ঘটনা ঘটিয়ে থাকে কত বলতে পারে প্রশাসনকে। সম্পাদকের বৃদ্ধ বাবা মা রাস্তাঘাটে বেরোলে জমি দখল করে নেবে এমনই ভয় দেখানো হয়। কি চাইছে এলাকার স্থানীয় এক শ্রেনীর নেতারা? সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার প্রকাশ্যেই বলে যে আমার পরিবারের কোনো ঘটনা কিছু ঘটে গেলে সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে একশ্রেণীর নেতারা ।তবে

দুর্নীতি হবে ,জোরপূর্বক জমি কেড়ে নেয়া হবে, জমি মাফিয়া দের উৎপাত বাড়বে রাজনৈতিক নেতাদের হাত ধরে তবুও প্রতিবাদ করা যাবে না। এমনই পরিস্থিতি সম্মুখীন হতে হচ্ছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবার সহ মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে। প্রশাসন কে জানিও কোন ভাবে সুরাও বা নিরাপত্তা মেলে না এই পরিবারে, কেন্দ্রীয় সরকার তো নিরাপত্তা বিষয়ে একবারই ও খোঁজখবর নেন না, অন্যদিকে রাজ্য সরকারের তেমনি কোন ভূমিকা দেখা মিলছে না। প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা প্রতিবাদ করাতে খুন হতে পারে তিনটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। এ প্রশ্নের জবাব নেই কারোর কাছে, তবে মৃত্যুঞ্জয়বাবু খুন হওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে, তা বিভিন্ন সূত্র মারফতে জানা যায়।

সম্পাদক পরিবারের যে জমিগুলো কেড়ে নিতে চাইছে সেগুলো সরকারি প্রকল্প নিজে গৃহ ,নিজে ভূমি দেখিয়েছে জনগণের নামে সরকারিভাবে। আর সেই সব টাকাগুলো দুর্নীতি হয়েছে তেমনি জানা যাচ্ছে বিভিন্ন মারফতে। প্রায় সরকারি তিন কোটি টাকা দুর্নীতি কবলে পড়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা, সরদার পরিবারের জমি দেখিয়ে সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে। এই দুর্নীতি সামনে আসতে হতবঙ্গ পুলিশ প্রশাস। সেই কারণেই অনেকে বলছে

যত দিন যাচ্ছে ততই যেন এক একটা করে দুর্নীতির মোর নিচ্ছে, এতদিন শোনা যেত গ্রামবাংলায় জোরপূর্বক বিরোধীদলের কর্মীদের জমি কেড়ে নেয়া হতো। এখন ঠিক তার উল্টো পুরাণ চলছে এর থেকে বাদ পড়েনি সংবাদ মাধ্যমে জড়িয়ে থাকা তিন তিনটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারও। লোকাল প্রশাসন যতই ধামাচাকা দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, পুলিশের কাছে স্পষ্ট হয়েছে মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত। জমি জায়গার জন্য একদিন হয়তো মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যে কোন কৌশলে মেরে দিতে পারে রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতায় এক শ্রেণীর দুষ্কৃতীরা। ছোট্ট একটি উদাহরণ তুলে কথা বলি, সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমিগুলো তার পূর্বপুরুষের,যেমন ক্যানিং মহকুমা দু'নম্বর ব্লকের আঠারবাকি অঞ্চলের হেদিয়াবাদ মৌজা জিএল নাম্বার ৬৭,দাগ নম্বর ১০৭৩,১২৬৬,১২৬৫/১২৬৯ জমিগুলো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের। এই দাগের জমিগুলো কেড়ে নেবে বলে প্রায় ১০০ জন লোকের নিজের গৃহ নিজ ভূমি পাট্টা দিয়ে দেয় সাধারণ মানুষের নামে , সেখানে নেতা পরিবারে সবচেয়ে বেশি নাম সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় বাবুর জমি জায়গার মধ্যে। নিজ গৃহ নিজে ভূমি প্রকল্পের অনেকেই ঘরও পায়নি জমিও পায়নি অথচ কোটি কোটি টাকা লোপাট হয়েছে তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি কিভাবে অন্য লোকের নামে নিজ গৃহ নিজ ভূমি প্রকল্পের রেকর দেয়া হলো ক্যানিং টু বি এল আর অফিস থেকে। গতকাল সোমবার মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবারের জমির উপরে সেই সব ব্যক্তিদের তদন্ত করার জন্য ডাকা হয়েছিল বিএলআর ও থেকে, প্রায় ৪০ জনকে নোটিশ পাঠিয়েছিলেন আর মৃত্যুঞ্জয়কে সেখানে ডাকা হয়েছিল, পরিস্থিতি উত্তেজনা থাকার কারণে মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে থেকে পুলিশের জানিয়েছিল। পুলিশ আসার ফলে লোকাল রাজনৈতিক নেতা ও ভূমি ও ভূমি সংস্কারের আধিকারিক দের উদ্দেশ্যটা বানচাল হয়ে যায়, এই দিনে আর তদন্ত করা হলো না। ম্যাপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই অজুহাত দেখিয়ে, ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের অফিসে ম্যাপ থাকে না এটা হতেই পারে না। তাহলে কি মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের জমির উপরে যবর দখল ঘর বাঁধিয়ে দেবে বলে সময় নিলেন ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মনে পড়ে যাচ্ছে, বিগত দিনের কয়েকটি মুহূর্ত সম্পাদক পরিবারের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। তাই বলতে চাই স্বতন্ত্র মাধ্যমকে বলা হয় সংবাদপত্র বা ডিজিটাল মিডিয়া, ইলেকট্রিক মিডিয়া সহ অন্যান্য মাধ্যমকে। আর এই স্বতন্ত্র সম্পাদনা যারা করে তারা সর্বদাই রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে হয় এটাই হচ্ছে সত্য বা স্বতন্ত্রের পরিকাঠামো, সেটা আইনগতভাবে বৈধ ভাবমূর্তি ও রয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদনার যা চরিত্র তা পুরোপুরি নিরপেক্ষ থাকাই দরকার, আর সেটা কুড়ি বছর ধরে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যথাযথভাবে পালন করছে। একশ্রেণীর মূর্খ রাজনৈতিক নেতারা এই সম্পাদক পরিবারের রাজনীতি করাতে বাধ্য করছে বহু ক্ষেত্র। ২০০৭ সাল থেকে আজকের ২০২৩ সাল পর্যন্ত বারবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। বহুভাবে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে মেরে ফেলার চেষ্টা যেন অব্যাহত রয়েছে, সম্প্রীতি বিকালে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতাকে রাস্তায় আটকে হুমকিস্বরে জমি জায়গা দলিল দেখানোর কথা বলে এক নেতা, যার স্ত্রীর নামে নিজ গৃহ নিজে ভূমির রেকর্ড আছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জমির উপরে। কয়েকজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে, এইভাবে জোট জুলুম করে জমি জায়গার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা এইসব নেতাদের। সেই কারনে কী সম্পাদক পরিবারের জমি জায়গা জোরপূর্বক দখল নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই জমিগুলো সম্পাদক পরিবারের দখলে আছে।জমিগুলো রেকর্ড অন্য লোকের নামে করেছে নেতারা,তাহলে কি প্রশাসনের একাংশ যুক্ত এই কাজে, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আরো নোটিশ দেওয়ার ফলে ?আর এসবের প্রতিবাদ করছে বলে প্রতিবছর বিষ দিয়ে পুকুরের সমস্ত মাছ মেরে দেয়া হয়, তাদের জীবন জীবিকাই আঘাত হানছে বারবার। একদিকে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা অন্যদিকে অনাহারে মারার পরিকল্পনা অব্যাহত। কেন না মাছ ও

২ পাতার পর

পড়শি পার্থ, প্রেসিডেন্সিতে প্রথম রাত কেমন কাটল জ্যোতিপ্রিয়র?

হয়। সেখানেই রয়েছেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। সূত্রের খবর, বিছানা নেই। পাননি গদিও। পেয়েছেন কেবলমাত্র কম্বল। তাতেই সারারাত শুয়েছিলেন। তবে চোখের পাতা এক করতে পারেননি। কেবল এপাশ ওপাশ করেই রাত কেটেছে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বনমন্ত্রীর। সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি হেফাজতে থাকাকালীন 'শারীরিক অসুস্থতা'র কারণে বাড়ির খাবার খেতে পারতেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। আর বাড়ির খাবার পাবেন না। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে চিকিৎসকদের পরামর্শমতো 'ডায়েট ফুড' দেওয়া হচ্ছে মন্ত্রীকে।

পোল্ট্রি চাষ করে, সরদার পরিবারের জীবন জীবিকা চলে। এখানে আঘাত হানার পরিকল্পনায় অব্যাহত রয়েছে দিনের পর দিন ২০০৬ সাল থেকে আজও পর্যন্ত ,বহু ঘটনা প্রশাসনের জানিয়েছে প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। সত্যিকারে কি এই পরিবারটাকে বিলুপ্ত করে দিতে চাইছে, আসল রহস্য বা কি রয়েছে ।কিসের কারণে এই পরিবার বারবার নিরাপত্তায় হীনতায় ভুগছে কুড়িটা বছর ধরে। তাহলে কি জোর করে রাজনীতি করিয়েই ছাড়বে এটাই কি আসল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নেতাদের, এই এলাকায় তো চলে এক নায়কতন্ত্র রাজত্ব। বিরোধী বা নিরপেক্ষ বলে কোন মাধ্যমকে রাখতে দেবে না এটাই কি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মূল চিন্তাভাবনা, তা না হলে কেনই বা ১৪ জুলাই রাতে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারে পুকুরে বিষ দিয়ে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা মাছের ক্ষতি করে দিল। ব্লুথ স্তরের কিছু নেতারা বাড়িতে এসে নিউজ সারাদিন সম্পাদকের পরিবারকে বারবার বলছে পার্টি যদি যাও তাহলে এসব ঘটনা আর ঘটবে না কোনদিন। তাহলে ভারতবর্ষে চতুর্থ নম্বর স্তম্ভের মর্যাদা কি রাজনৈতিক নেতাদের হাতে তার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উদাহরণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারকে দেখে স্পষ্ট হয়ে যায় জনসাধারণের কাছে। তা না হলে বারবার নিরাপত্তার আর্জি জানিও প্রশাসন এই পরিবারের নিরাপত্তা দেয় না। কেনই বা এই পরিবারের নামে মিথ্যা মামলা করে হয়রান করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতা ও মাতা কে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করানোর পরিকল্পনা রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সে কথাও দু'চারটে লোকাল সাংবাদিকদের মুখে মুখে প্রকাশ পায়। সম্পাদকের কণ্ঠ রোধ করাতেই উঠে পড়ে লেগেছে রাজনৈতিক নেতারা, তাই যখনই নির্বাচন আসে তখনই এই সরদার পরিবারের উপর কোনো না কোনো ঘটনা অত্যাচার অবিচার অনাচার নামিয়ে দেয়। সুযোগ পেলেই মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যেকোনোভাবেই মেরে দেবে সে পরিকল্পনা চলতেই থাকে প্রতিনিয়ত। পুকুরে বিষ ফিসারি বিষ নানান রকম ক্ষয়ক্ষতি এই পরিবারের উপরে হয় বা কেন? লোকাল প্রশাসনকে জানালে সাধারণ মানুষের থেকে আরও বেশি হয়রানি করাতে থাকে এই পরিবারকে! দীর্ঘদিন ধরে যেসব ঘটনা প্রশাসনিকভাবে মৃত্যুঞ্জয় বাবু নিজে লিখিত জানিয়েছে আজকের দিন পর্যন্ত তার কোন সূরাহ ও মেলেনি, মানুষ নয় অমানুষ তাই এদের উপরে এসব অত্যাচার চলে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে যা ঘটনা ঘটতেই থাকে লোকাল প্রশাসন সবটাই কিছুই ঘটেনি বলে চালিয়ে দেয় সর্বোচ্চ লেবেলে। পুলিশ প্রশাসনের উচ্চতম কর্তারা ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে চেনে এবং সৎ সাহসী নির্ভীক সম্পাদক বলেও জানে তার পরেও তারা এই পরিবারকে রক্ষা করতে পারে না। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে মাথা নত করে চলতে হয় প্রশাসনের উচ্চতম কর্তা ব্যক্তিদের মৃত্যুঞ্জয় সরদারের ঘটনায় উদাহরণ দেয়। কিন্তু বা রাজ্য দুই সরকারকে লিখিত জানিও এই পরিবারের নিরাপত্তায় অভাবেও ভুগছে দীর্ঘদিন যাবত। আসলে এই পরিবারের অপরাধ টা বা কী শাসক দলের সঙ্গে রাজনীতি করে না, আর বিরোধীদলের সঙ্গে রাজনীতিতে যায় না , সেই কারণে এই পরিবারের উপরে অত্যাচারটা লাগাম টেনে রেখেছে। এই ঘটনাটা নিউজ সারাদিনের প্রকাশ পেলেও সাংবাদিক পরিবারের উপরে আবারো অত্যাচার ভয়ংকর ভাবে নামতে পারে, সেটা বিগত দিনেও হয়েছে। সাংবাদ কি বা সম্পাদকের স্বতন্ত্র স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক নেতাও প্রশাসন কেড়ে নিতে চাইছে? তা না হলে এই পরিবার রাজনৈতিক করে না বলে বারবার বিভিন্ন বদনাম সহ অত্যাচার অবিচার অনাচার ও অনাহারে থাকার পরিকল্পনা অব্যাহত! প্রায় সাংবাদিক মুখে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বদনাম কর এটাই শোনা যায়। তাহলে কি এইসব ঘটনার পিছনে সাংবাদিক প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতারা এককভাবে অত্যাচারের অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা করছে? দীর্ঘদিন ধরে তানাহলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা কেন দেয়া হলো না? কেনই বা এই পরিবারের একই ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। আর এসব কথা লিখলে প্রশাসনের একাংশ বেজায় চটে যাবে। তবে যে ছেলেটি কুড়িটা বছর ধরে সত্যের সন্ধানে নির্ভীক নিষ্ঠার সঙ্গে সাংবাদিকতা করে এসে আজকের এ তিন তিনটে কাগজের সম্পাদক তার পরিবারে অত্যাচার আমাদের পত্রিকা সম্পাদক মন্ডলী কোন ভাবে বরদাস্ত করে না। পুলিশের গোয়েন্দার বিভাগ ঘটনা ঘটার আগে কি কিছু জানতে পারে না, যদিবা জানে কিসের ভয়ে সেই সত্যটা সামনে আনতে পারে না। একাধিক আইএ এ ও আইপিএস সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে ব্যক্তিগতভাবে জানে বা চেনে তারপরে এসব ঘটনা ঘটেই বা কিভাবে? বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে বা কে? সম্পাদক মন্ডলীর একাংশ তো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় চলে গিয়েছে আর যেসব সাংবাদিক গুলো সম্পাদকগুলো নিরপেক্ষ ভাবে খবর পরিবেশন করার চেষ্টা করছে, তাদের উপরে অত্যাচার অবিচার খুনের পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে আর সেই উদাহরণ মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারসহ মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে প্রশাসনিকভাবে নিরাপত্তা দিতে হবে এই দাবি তুলছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। এই পরিবারের এমনই বহু দাবি বহু বছর তুলেও আজও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাহলে কি ভবিষ্যতে বাংলায় কাগজের সম্পাদকদের এহেনে নিরাপত্তা হীনতায় ভুগতে হবে গ্রামগঞ্জে থাকলে? এই পরিবাহীর কথা কি কেউ কর্ণপাত করছে না তাহলে এই এলাকায় সাধারণ মানুষের অবস্থাই বাকি। কেনই বা এই পরিবারের পুকুরে ফিসারী প্রতিবছর বিষ দিয়ে মাছ মেরে দেওয়া হয় এর আসল উদ্দেশ্য বা কি রয়েছে। সত্যি কি পুলিশ প্রশাসন জেগে ঘুমাচ্ছে। পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মরে গিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা, সে ফুটেজ তো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে তুলে প্রশাসনকে পাঠায় তারপরে প্রশাসন কেনই বা নির্বাক হয়ে থাকে? এই নির্বাক হয়ে থাকার আসল কারণ কি প্রশাসনকে রাজনৈতিক চাপে ভুগতে হচ্ছে? তা না হলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার সহ তাকে আজও নিরাপত্তা দেয়া হলো না, খুন হয়ে যাওয়ার পরে কি এই পরিবার নিরাপত্তা ভাবে প্রশাসনের তরফ থেকে? বহু ঘটনা বহুবার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার মেইল করেছে রাজ্যপাল সহ প্রশাসনের একাধিক ব্যক্তিদের তারপরও আজকের দিনেও নিরাপত্তায় ভুগছে সম্পাদক পরিবার! এই পরিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীদের কাছে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেও আজও নিরাপত্তা পায়নি তেমনি অভিযোগ! সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যে কোনো ভাবে নিরাপত্তায় পায়, সে ব্যবস্থা করলে নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মন্ডলি থেকে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব স্বীকার করব আগামীদিনে।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩০৭ সংখ্যা ১৪ নভেম্বর, ২০২৩ মঙ্গলবার ২৭ কার্তিক, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

শীতের মুখে কমছে ডেঙ্গির সংক্রমণও

শীত শীত ভাবে মশার উপদ্রব কমতে শুরু করেছে। যার জেরে জেলা জুড়ে ডেঙ্গির সংক্রমণ কমতে শুরু করেছে। তবে ডেঙ্গি নিয়ে উদ্বেগ এখনও যায়নি কয়েকটি ব্লক এলাকার সঙ্গে বহরমপুরেরও। নভেম্বর মাসে ডেঙ্গির সংক্রমণ কমলেও সংক্রমণ পুরোপুরি থামেনি। দিন পনেরো আগে বহরমপুর শহরে সপ্তাহে ১০০ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত হচ্ছিলেন।স্বাস্থ্য দফতরের এক কর্তা জানান, প্রথম দিকে বহরমপুর পুরসভা এবং বেলডাঙা ১ ব্লক ও হরিহরপাড়ায় ডেঙ্গির প্রভাব কম থাকলেও মাসখানেক ধরে এই সব এলাকায় ডেঙ্গির সংক্রমণ বেশি দেখা দিচ্ছিল। দিন পনেরো আগে বহরমপুরে সপ্তাহে ১০০ জন করে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হচ্ছিলেন। এখন তা কমে ৫০ জন হয়েছে। বহরমপুরের গোরাবাজার, লালদিঘির লাগোয়া এলাকা, খাগড়া, সৈদাবাদ-সহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় ডেঙ্গির সংক্রমণ হচ্ছে। সূত্রের খবর, লালদিঘিপাড় এলাকায় ডেঙ্গির সংক্রমণ অনেকটা বেশি।

নাড়ুগোপাল বলেন, "লালদিঘিতে প্রচুর লোকজন রোজ নানা কাজে আসেন। সেই কারণে ডেঙ্গির সংক্রমণ বেশি হতে পারে। আমরা এ বিষয়ে স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে কথা বলে পদক্ষেপ করব।"এখন তা কমে সপ্তাহে ৫০ জন করে আক্রান্ত হচ্ছেন বলে জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।

অক্টোবরে বহরমপুর পুরসভা লাগোয়া লালদিঘিতে ডেঙ্গিতে একজন মহিলার মৃত্যু হয়েছে। তবে বহরমপুর শহর কংগ্রেসের সভাপতি অরিন্দম দাস বলেন, "ডেঙ্গিতে আক্রান্ত ও ডেঙ্গিতে মৃত্যুর সঠিক তথ্য সব সময় গোপন করে স্বাস্থ্য দফতর। বহরমপুর শহরে ঘরে ঘরে জ্বর, সর্দি-কাশি হচ্ছে। অথচ রিপোর্টে আক্রান্তের সংখ্যা কম করে দেখানো হচ্ছে। আমরা চাই, ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হোক।"বহরমপুরের পুরপ্রধান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের দাবি, "গত বছর বহরমপুর শহরে প্রায় ১,২০০ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সেখানে এ বছর ৪৮৩ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত। অক্টোবর মাসে বহরমপুরে ২৭৩ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত ছিলেন। এ মাসে ৭২ জনের ডেঙ্গি হয়েছে। ক্রমেই ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা কমছে।" তাঁর দাবি, "এখনও শহরের যে সব এলাকায় ডেঙ্গি হচ্ছে, সেখানে সব কিছু খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে।"

জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর লালগোলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ডেঙ্গি বেড়েছিল বহরমপুর শহরেও। এ বছর প্রথম দিকে বহরমপুর শহরে ডেঙ্গির সংক্রমণ কম থাকলেও সেপ্টেম্বর মাস থেকে তা বাড়তে শুরু করে। সেপ্টেম্বর মাসে এই শহরে ১০৬ জন আক্রান্ত হয়েছিলেন। অক্টোবরে ২৭৩ জন আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি একজনের মৃত্যু হয়। শীত পড়তে শুরু করলেও নভেম্বরের ৯ তারিখে ৭২ জন হয়ে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। মাস শেষ হতে আরও ২০ দিন বাকি। ফলে বাকি দিনগুলিতে আক্রান্তের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।মুর্শিদাবাদ জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলার সব জায়গাতেই ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা কমেছে। বর্তমানে জেলার মধ্যে সুতি ২ ব্লক, বহরমপুর পুরসভা, বেলডাঙা ১ ব্লক, জলঙ্গি, হরিহরপাড়া ও লালগোলায় ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি রয়েছে।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

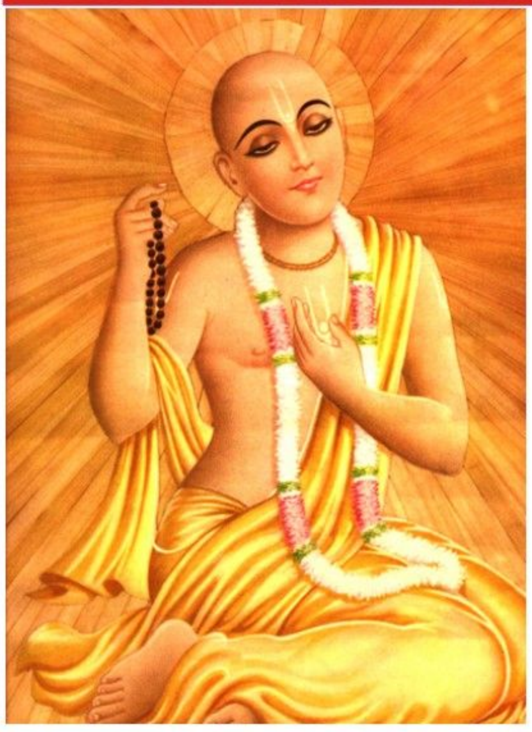

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শ্রীচৈতন্যের ভাবধারা প্রসারিত করতে কোলকাতার বাগবাজারে ১৬,০০০ বর্গফুট জুড়ে তৈরি হয়েছে বিশ্বের প্রথম শ্রীচৈতন্য সংগ্রহশালা । শ্রীচৈতন্যদেব স্বাভাবিক মৃত্যু, না হত্যা , সেই রহস্য ভেদ করতে গিয়ে যেটুকু তথ্য আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি তা এই লেখাতে সম্পূর্ণ হল আংশিকভাবে উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মামলার হুঁশিয়ারিও,

লৌহ কপাট' বিতর্কের মাঝেই মুখ খুললেন রহমান!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : যতদিন যাচ্ছে, 'কারার ঐ লৌহ কপাট' ঘিরে বিতর্কের আগুনে ততই ঘি পড়ছে। গত বৃহস্পতিবার 'পিপ্পা' ছবি মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই এ আর রহমানকে নিয়ে সমালোচনার অন্ত নেই। কিন্তু যাঁর একটা গানকে ঘিরে এত বিতর্ক, এত নিন্দা, সেই রহমান কেন এখনও 'নির্বাক'? প্রশ্ন তুলেছিল শিল্পীমহলের একাংশ।

প্রসঙ্গত, নজরুলগীতি বিকৃতির জেরে রহমানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে চুরুলিয়ার কাজী পরিবার। সেই গান যদি প্রত্যাহার না করা হয়, তাহলে আইনি পথে হাঁটার সিদ্ধান্তের কথাও জানিয়েছেন নজরুল ইসলামের নাতি এবং ভাইপো। উপরন্তু, সোমবার হেরিটেজ বেঙ্গলের তরফে নজরুল মঞ্চের সামনে এক প্রতিবাদী সভাও রয়েছে, যেখানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা সঙ্গীতদুনিয়ার বিশিষ্টরা।

এই কদিনে এ আর রহমানের সোশাল অ্যাকাউন্টের দিকে নজর ছিল সকলেরই। রবিবার দীপাবলির শুভক্ষণে দেখা গেল তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে জ্বলজ্বল করছে সেই ছবির নাম, যে ছবির গানের জন্য তিনি বিতর্কে জড়িয়েছেন। টিম 'পিপ্পা'র পাশাপাশি সকলকে দিওয়ালির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রহমান। আমাজন প্রাইমে মুক্তিপ্রাপ্ত 'পিপ্পা' ছবি যে এক থেকে দশের মধ্যে ট্রেন্ড করছে, রহমানের পোস্ট থেকেই জানা গেল। সিনেমার দুই মুখ্য চরিত্র ঈশান খট্টর, মৃণাল ঠাকুর-সহ পরিচালক রাজা মেনন, সকলকে নাম ধরে ধরে শুভেচ্ছা জানালেও রহমানের পোস্টে কিন্তু নজরুলগীতি বিতর্ক নিয়ে একটা কথারও উল্লেখ নেই! বরং পালটা চলতি বিতর্কের মাঝেই সঙ্গীত মায়েস্ত্রো 'পিপ্পা'র প্রশংসা করলেন।

মণিপুরের 'দেশ বিরোধী' ৯ সংগঠনকে

নিষিদ্ধ ঘোষণা করল কেন্দ্র

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মণিপুরের নয়টি সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সোমবার এক বিজ্ঞপ্তিতে অমিত শাহের মন্ত্রক বলেছে, ভারতে জাতীয় সংহতি এবং অখণ্ডতার জন্য বিপজ্জনক এই সংগঠনগুলির কাজকর্ম। তাই পাঁচ বছরের জন্য সংগঠনগুলিকে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল।ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনগুলি হল, দ্য পিপলস লিবারেশন আর্মি এবং তাদের রাজনৈতিক দল দ্য রেভেলিউশনারি পিপলস ফ্রন্ট, দ্য ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট এবং তাদের সমর সংগঠন মণিপুর পিপলস আর্মি, পিপলস রেভেলিউশনারি পার্টি অফ কিংলেইপাক এবং তাদের সমর সংগঠন রেড আর্মি, দ্য কিংলেইপাক

কমিউনিস্ট পার্টি ইত্যাদি।

সরকারি সূত্রে খবর, মণিপুরে বড় ধরনের সংঘর্ষ থামলেও চোরাগোপ্তা হামলা, হত্যার ঘটনা ঘটেই চলেছে। জাতি সংঘাতে এখনও পর্যন্ত ১৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর আগে রাজ্য সরকারের সুপারিশে কেন্দ্র কুকিদের বেশ কিছু সংগঠনকে নিষিদ্ধ করে। এবার মেইতেই সম্প্রদায়ের স্বার্থে লড়াই করা সংগঠনের উপর কোপ পড়ল, যারা মূলত ইম্ফল উপত্যকায় সক্রিয়।প্রসঙ্গত, এই আইনে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের হয়ে কাজ করাই শুধু নয়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগাযোগ রাখার জন্যও পুলিশ বা আধা সেনা গ্রেফতার করতে পারে। মণিপুরে বর্তমানে রাজ্য পুলিশ ছাড়াও সেনা এবং আধা সেনা মোতায়েন আছে। তারপরও গত ৩ মে থেকে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়নি।

তাৎপর্যপূর্ণ হল, সোমবার নিষিদ্ধ ঘোষিত সাত সংগঠনই সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেই সম্প্রদায়ের তৈরি। মণিপুরের রাজনৈতিক সমীকরণ অনুযায়ী হিন্দু মেইতেইরা শাসক দল বিজেপির ঘনিষ্ঠ। চলতি অশান্তিতে ঘটনার পরিসংখ্যানে মেইতেইদের দিকেই বেশিবার আঙুল উঠেছে। প্রতিপক্ষ কুকিরা বারে বারে অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং নিজে মেইতেই বলেও সংখ্যাগরিষ্ঠের অপরাধ নিয়ে চোখ বুজে আছেন। এই অভিযোগ জোরদার হয় দুই কুকি মহিলাকে উলঙ্গ করে ঘোরানো এবং গণধর্ষণের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর। ঘটনার তিন মাস পরেও রাজ্য পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি অপরাধীদের বিরুদ্ধে। পরে দেশব্যাপী সমালোচনার মুখে দু'জনকে গ্রেফতার করে।

যোনি পড়েছিল নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত কামাখ্যায়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কামাখ্যা মন্দির। অন্যতম সতীপীঠ। মায়ের আরাধনায় এখানে ভিড় সারাবছর। তবে কালীপুজো আর অম্বুবাচীতে কামাখ্যার রূপই আলাদা। হাজারো ভক্তের ঢল। এই মন্দিরে প্রতিদিনই হয় কুমারী পুজো। কালীপুজোর পরদিনও হয় কুমারী পুজো। অমাবস্যায় কালীপুজোর পর প্রতিপদে ৫১ কুমারীর পুজো করা হয় এখানে।এবছর সোমবার বেলা পর্যন্ত থাকছে অমাবস্যা। কলকাতা থেকে জেলা, বিভিন্ন জায়গায় সোমবারও তাই চলে কালীপুজো। ঠনঠনিয়া কালী মন্দির থেকে ফিরিঙ্গি কালী, তারাপীঠ থেকে কামাখ্যা, সব জায়গাতেই ছিল ভক্তদের ভিড়।আর এরা প্রত্যেকেই স্থানীয় বাসিন্দা। পুরোহিতদের বিশ্বাস, এখানে কুমারী হিসেবে পূজিত হলে সেই সংসারে সমৃদ্ধি আসে। অর্থনৈতিক

সঙ্কট থাকে না। বিশ্বাস, এখানে তন্ত্রসাধনায় বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

সতীর যোনি পড়েছিল নীলাচল পাহাড়ে

কথিত আছে, যিনি একবার এখানে আসেন, তিনি বারবার আসেন। ১৬৬৫ সালে কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ নীলাচল পাহাড়ের কোলে এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। ৫১ পীঠের অন্যতম পীঠ। মা এখানে দশমহাবিদ্যা রূপে পূজিত হন। বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে ৫১টি টুকরো হয়ে যাওয়া সতীর দেহ অংশ যেখানে যেখানে পড়েছিল সেখানেই গড়ে উঠেছে সতীপীঠ। যেমন, সতীর গর্ভ এবং যোনি পড়েছিল নীলাচল পাহাড়ের কোলে কামাখ্যায়। তাই দেবী কামাখ্যাকে উর্বরতার দেবী হিসেবেও পুজো করা হয়। 'কামেশ্বরীং যোনিরূপাং মহামায়াং জগন্ময়ীম' তন্ত্রে কামাখ্যা মন্দির তৈরি নিয়েও নানা মত আছে।

শিব ও দুর্গার একসঙ্গে অবস্থান কামাখ্যায়

পুরোহিতদের বিশ্বাস, এই পীঠে শিব ও দুর্গা একসঙ্গে অবস্থান করেন। শিব একবার দেবী পার্বতীকে বলেছিলেন, আমার দৃষ্টি সব শিবলিঙ্গের উপরই থাকবে, তবে আমি কামাখ্যাতেই তোমার সঙ্গে অবস্থান করব। তাই এই মন্দির ঘিরে মানুষের আস্থাই আলাদা। কামাখ্যা মন্দিরে পুজো উপলক্ষ্য রাত পর্যন্ত মহাযজ্ঞের আয়োজন হয়। মন্দিরের মধ্যে ১০ নামী আখড়ায় প্রথা মেনে যজ্ঞের হয়। কথিত আছে বশিষ্ঠ মুনি এক সময় এই কামাখ্যাতে যজ্ঞ করেছিলেন।

সিনেমার খবর

অভিনয় থেকে কিছুটা সময় বিরতি নিচ্ছেন রণবীর

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা রণবীর কাপুর। বর্তমানে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বেশ সুখেই দিন পার করছেন তিনি। পাশাপাশি কাজও করছিলেন। তবে হঠাৎ জানালেন অভিনয় থেকে বিরতি নিচ্ছেন রণবীর।

জানা গেছে, ৬ মাসের জন্য অভিনয় ক্যারিয়ার থেকে বিরতি নিচ্ছেন এই অভিনেতা। ভারতীয় একটি গণমাধ্যমে বিষয়টি নিজেই নিশ্চিত করেছেন রণবীর।

সম্প্রতি একটি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে নিজের কাজের নানান বিষয় নিয়ে কথা বলেন এই তারকা। এ সময় বিরতির বিষয়টি জানান রণবীর।

কারণ হিসেবে রণবীর বলেন, অভিনয় থেকে বিরতি নিয়ে কয়েক মাস একটু মেয়ে রাহার সঙ্গে সময় কাটাতে চাই।

অভিনেতা আরও জানান, পর পর সিনেমার শুটিং থাকায় রাহাকে খুব একটা বেশি সময় দিতে পারেননি তিনি। মূলত সে কারণেই আপাতত ছয় মাস ক্যামেরার সামনে থেকে দূরে থাকবেন তিনি।

দীর্ঘদিন ধরেই রণবীরের অভিনয় থেকে বিরতি নেওয়ার গুঞ্জন বিটাউনে ভেসে বেড়াচ্ছিল। অবশেষে সেটাই সত্যে পরিণত হলো। ২০২২ সালে আলিয়া-রণবীরের কোলজুড়ে আসে কন্যা রাহা।

'ফর্সা হওয়ার অনেক ক্রিম ব্যবহার করেও লাভ হয়নি'

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : নিজের সৌন্দর্য বাড়াতে অনেক কিছুই করে থাকেন তারকারা। বিশেষ করে নারী অভিনয়শিল্পীরা। ভিন্ন ভিন্ন রূপচর্চায় নিজেদেরকে আকর্ষণীয় করে তোলেন। পিছিয়ে নেই অভিনেতারাও। বর্তমানে অভিনেত্রীদের পাশাপাশি তারাও নিজেদের সৌন্দর্য বাড়াতে ব্যাবহার করেন নানান ধরনের প্রসাধনী।

তবে এ ক্ষেত্রে ফর্সা হওয়ার অনেক ক্রিম ব্যবহার করেও কোনো লাভ হয়নি বলিউডের জনপ্রিয় তারকা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকীর। সম্প্রতি ভারতীয় গণমাধ্যমের এক সাক্ষাৎকারে সেই কথাই জানালেন এই অভিনেতা। পাশাপাশি ক্যারিয়ারে গায়ের রংয়ের কারণে কতটা বাঁধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন সেটাও ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করেন নওয়াজউদ্দিন।

বলিউডের শক্তিমান অভিনেতা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে প্রায় দুই দশক সময় লেগেছে নওয়াজউদ্দিনের। ছোট চরিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করেন তিনি। যদিও তার এই জার্নিটা খুব একটা মসৃণ ছিল না। ফলে জীবনের প্রতি মুহূর্তেই নানান বাঁধার সম্মুখীন হওয়ার পাশাপাশি অপমানও হতে হয়েছে তাকে।

নওয়াজউদ্দিনের জীবনের জার্নিতে আরেকটি তিক্ত পার্ট হলো অভিনেতার গায়ের রং। এ নিয়ে মানুষের কাছ থেকে নানাভাবে বিদ্রুপের শিকার হন তিনি। বলা যায়, একটা সময় এসব গ্রাস করে ফেলেছিল তাকে। তাই গায়ের রং ফর্সা করার জন্য ক্রিম ব্যবহার করতে শুরু করেন এই অভিনেতা। কিন্তু এতেও ব্যর্থ হন এই অভিনেতা।

এ প্রসঙ্গে নওয়াজউদ্দিন বলেন, কেউ আমাকে বলতো, তোমার নাক ঠিক নেই, তোমার ঠোঁট ঠিক নেই। গায়ের রং নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেছি। ফর্সা হওয়ার জন্য আমি অসংখ্য ক্রিম ব্যবহার করেছি। কিন্তু কোনো কাজে আসেনি। পরে উপলব্ধি করলাম, আসলে এটি কি!

অভিনেতা আরও বলেন, আমি দীর্ঘ দিন বিশ্বাস করেছি, আমি দেখতে সুন্দর না। কিন্তু যখন আমি এই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসি এবং উপলব্ধি করি আমি ঠিক আছি, আমার মুখ দেখতে সুন্দর। আপনার চেহারা নিয়ে আপনার আত্মবিশ্বাসী হওয়াটা জরুরি। কিছু কিছু সময় মানুষ আপনার জন্য নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে আসবে। অনেক মানুষ আমার নাক-ঠোঁট ঠিক করার পরামর্শ দিয়েছেন।

আত্মবিশ্বাসী হওয়ার কথা উল্লেখ করে নওয়াজউদ্দিন বলেন, আপনি যদি আত্মবিশ্বাসী না হন, তা হলে কোনো কিছুই সুন্দর না। আপনি যদি আপনার চেহারা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন, তবে তা ভুল হবে।

টম ক্রুজ হতে গিয়ে ব্যর্থ, ব্যাপক সমালোচনায় কঙ্গনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : কঙ্গনা রানাউত, বলিউডের অন্যতম আলোচিত অভিনেত্রী। পেশাগত কারণে যতটা আলোচনায় থাকেন তিনি, তার চেয়ে বেশি ঘোরাফেরা বিতর্কিত পরিসরে। বিতর্ক যার পিছু ছাড়ে না তিনিই কঙ্গনা।

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে কঙ্গনার নতুন সিনেমা 'তেজাস'। তবে বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছে এই ছবি। ভারতের বেশিরভাগ হল থেকে ছিটকে যাচ্ছে ছবিটি। ভারতীয় সিনেমা বিশেষজ্ঞ কোমল নাহতা বলেন, "এটি একটি খারাপ চলচ্চিত্র, হলিউডের 'টপ গান' মুভির ধারেকাছেও নেই কঙ্গনার 'তেজাস'। অর্থাৎ টম ক্রুজ হতে গিয়ে এখন সমালোচনার মুখে ভারতীয় এই অভিনেত্রী।

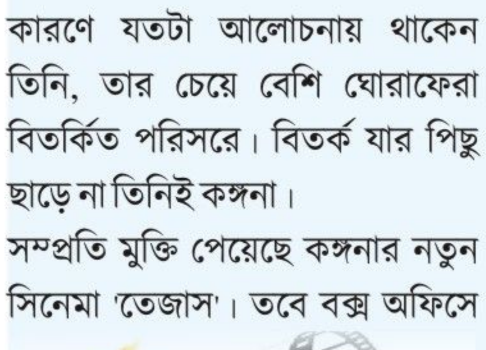

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, উদ্বোধনী সপ্তাহে ৬০ কোটি রুপি বাজেটের সিনেমা তিন দিনে আয় করতে পেরেছে মোটে ৩ কোটি রুপি।

বলিউডের যেকোনো অভিনেত্রীর তুলনায় বর্তমানে কঙ্গনা রানাউতের ঝুলিতে কাজের সংখ্যা বেশি হলেও বক্স অফিসে তার বাজার মন্দা চলছে। এর আগে 'থালাইভি' ফ্লপ হয়েছিল। এরপর ৮৫ কোটির 'ধাকড়' বক্সঅফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে।

চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তিপ্রাপ্ত 'চন্দ্রমুখী ২'-এর রেজাল্টও বক্স অফিসে ভালো নয়। এবার যুদ্ধবিমানের পাইলটের চরিত্রে নির্মিত 'তেজাস' সিনেমা বক্স অফিসে ফের ব্যর্থ।

শামিকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন বাঙালি অভিনেত্রী

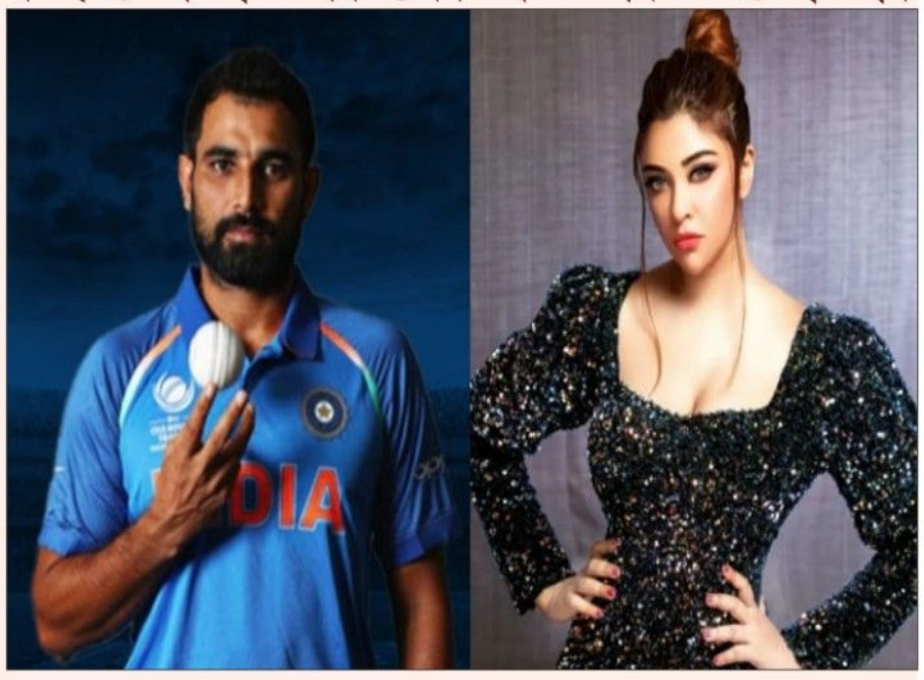

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপে আগুন ঝরাচ্ছেন মোহাম্মদ শামি। চলতি টুর্নামেন্টের মাত্র চারটি ম্যাচ খেলে ইতোমধ্যে ১৬টি উইকেট নিয়ে ভারতের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারির খাতায় নাম তুলেছেন তিনি। প্রতিযোগিতার মাঝেই পশ্চিমবঙ্গের এক অভিনেত্রীর কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পেলেন ভারতীয় এই পেসার।

জানা গেছে, অভিনেত্রী ও রাজনীতিবিদ বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন শামিকে। ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে একটি পোস্টও দিয়েছেন এই অভিনেত্রী।

ক্যাপশনে অভিনেত্রী লিখেছেন, শামি, তুমি নিজের ইংরেজিটা একটু শুধরে নাও। আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি আছি।

তবে পায়েলের এমন প্রস্তাবের কোনো জবাব দেননি শামি। কেননা, নেটদুনিয়ায় খুব একটা সক্রিয় নন এই ক্রিকেটার। দল জিতলে মাঝে মধ্যে পোস্ট করেন। আবার কোনো উৎসবের সময়েও তা উদযাপনের ছবি পোস্ট করতে দেখা যায় তাকে।

আচমকা অবসরের ঘোষণা

৭টি বিশ্বকাপজয়ী অজি অধিনায়কের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইচ্ছা করলে আন্তর্জাাতিক ক্যারিয়ারটা আরও দীর্ঘায়িত করতে পারতেন তিনি। কিন্তু আচমকাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়ে দিলেন অস্ট্রেলিয়া নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মেগ ল্যানিং। মাত্র ৩১ বছর বয়সে তার জাতীয় দলকে বিদায়ের সিদ্ধান্তে অবাক গোটা ক্রিকেট বিশ্ব।

ল্যানিং আইসিসি নারী ক্রিকেটেড় বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৭টি শিরোপা জেতেন। যার মধ্যে অধিনায়ক হিসেবে অস্ট্রেলিয়াকে ৫টি বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন তিনি। যার ৪টি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আর একটি ওয়ানডেতে। এছাড়া দেশের জন্য সব ফরম্যাট মিলিয়ে ৮ হাজারের বেশি রান সংগ্রহ করেছেন ডানহাতি এই ব্যাটার।

অবসর ঘোষণায় ল্যানিং বলেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দেওয়া আমার জন্য একটু কঠিন ছিল। তবে আমার মনে হয়েছে এটা সঠিক সময়। ১৩ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে আমি দারুন সময় পার করেছি। কিন্তু আমি জানি সরে যাওয়ার জন্য এটা সঠিক সময়। ক্যারিয়ারে যা অর্জন করেছি তার জন্য আমি গর্বিত।'

ক্রিকেট ক্যারিয়ারকে এগিয়ে নিতে যারা সহায়তা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মেগ ল্যানিং। তিনি বলেন, সর্বোচ্চ পর্যায়ের ক্রিকেট খেলার সহযোগিতা করার জন্য আমার পরিবারের সদস্য, সতীর্থ, ক্রিকেট ভিক্টোরিয়া, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ও অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একই সঙ্গে আমাকে সমর্থন দেওয়ার জন্য ভক্তদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

২০১০ সালে ১৮ বছর বয়সে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক ল্যানিংয়ের। এরর ১৩২টি টি-টোয়েন্টি, ১০৩টি একদিনের ম্যাচ ও ছয়টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন তিনি। ২০১৪ সালের শুরুতে জোডি ফিল্ডসের কাছ থেকে অধিনায়কের দায়িত্ব নেন তিনি। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে।

১৮২ ম্যাচে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। এ সময়ে তার অধীনে অস্ট্রেলিয়া ৭৮ ওয়ানডের ৬৯ ম্যাচে, ১০০ টি টোয়েন্টির ৭৬ ম্যাচে এবং চার টেস্টে জয় পেয়েছে। তার তত্ত্বাবধানে অস্ট্রেলিয়াকে সাতটি শিরোপাসহ ২০২২ সালে বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসেও দেশকে স্বর্ণপদক এনে দেন কিংবদন্তি এই ক্রিকেটার।

বিশ্বকাপ ধামাকা

ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা

নিয়ে যা বললেন ধোনি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত ৫ অক্টোবর নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ডের ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়ে ১২ নভেম্বর ভারত-নেদারল্যান্ডসের ম্যাচ দিয়ে শেষ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব। এই পর্বে অনুষ্ঠিত হয় ৪৫টি ম্যাচ। দুই সেমিফাইনাল ও ফাইনালসহ মোট তিনটি ম্যাচ বাকি রয়েছে। বিশ্বকাপে সবার আগে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ভারত। এখন পর্যন্ত দুর্দান্ত টুর্নামেন্ট কাটানো স্বাগতিক দলটি সবাইকে টপকে নয় ম্যাচের নয়টিতে জিতে পূর্ণ ১৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষ রয়েছে। নয় ম্যাচে সাতটি জয় ও দুটিতে পরাজয় নিয়ে গ্রুপপর্বে দ্বিতীয় হয়েই দ্বিতীয় দল হিসেবে সেমিতে পা রাখে কোনোবার বিশ্বকাপ না জেতা দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়াদের মতোই অস্ট্রেলিয়ারও অবস্থা। তবে রানরেটে পিছিয়ে থাকায় টেবিলের তিনে থেকে সেমিতে উঠেছে সর্বোচ্চবার বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়নরা।

দুর্দান্ত শুরুর পর মাঝের সময়টায় খেই হারিয়ে শেষটা ভালো করে চতুর্থ দল হিসেবে সেমিফাইনালের টিকিট পায় গতবারের রানার্সআপ নিউজিল্যান্ড। টেবিলে তাদের অবস্থানও চতুর্থ। এক নজরে সেমিফাইনালের সূচি

১ম সেমিফাইনাল- ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড, ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম, মুম্বাই (১৫ নভেম্বর ২০২৩, দুপুর ২.৩০)

২য় সেমিফাইনাল- দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম অস্ট্রেলিয়া, ইডেন গার্ডেনস, কলকাতা (১৬ নভেম্বর ২০২৩, দুপুর ২.৩০)

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্বপ্নে মরিয়া ইংলিশরা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার আশা বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্য নিয়ে এবারের ওয়ানডে বিশ্বকাপে নিজেদের অষ্টম ম্যাচে আজ বুধবার নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড। সেমিফাইনালের স্বপ্ন আগেই ভঙ্গ হলেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে মরিয়া ইংলিশরা। অন্যদিকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলার আশা ধরে রাখতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের বিকল্প নেই নেদারল্যান্ডসের। পুনেতে বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ম্যাচটি। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হারের বৃত্ত ভাঙতে চায় নেদারল্যান্ডস। এখন পর্যন্ত ওয়ানডেতে মোট ছয়বার মুখোমুখি হয়েছে ইংল্যান্ড-নেদারল্যান্ডস। এর মধ্যে তিন ম্যাচ বিশ্বকাপে এবং তিনবার দ্বিপক্ষীয় সিরিজে। সবক'টিতে জয় আছে ইংলিশদের। ফলে ইংল্যান্ডের কাছে নেদারল্যান্ডসের হার ৬টিতে।

ঘরের মাঠে ২০১৯ বিশ্বকাপ শিরোপা জিতেছিল ইংল্যান্ড। সেই ইংল্যান্ডের অবস্থা এবারের বিশ্বকাপে নাজেহাল। ৭ ম্যাচের ১টিতে জয় ও ৬টিতে হেরে ২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তলানিতে রয়েছে ইংলিশরা। দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে জয়ের পর টানা ৫ ম্যাচ হেরেছেন বাটলার-স্টোকসরা। সর্বশেষ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৩৩ রানে হেরে সেমিফাইনালে খেলার স্বপ্ন শেষ হয়ে যায় ইংল্যান্ডের। বিশ্ব মঞ্চে স্বপ্ন চুরমার হলেও ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ এখনো রয়েছে ইংল্যান্ডের। নিয়মনুযায়ী, এবারের বিশ্বকাপে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ ৭ দল ও স্বাগতিক হিসেবে পাকিস্তান আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার সুযোগ পাবে। এজন্য শেষ দুই ম্যাচে জিততে হবে এবং অন্যান্য দলের ফলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে ইংল্যান্ডকে। এক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও নেদারল্যান্ডস। তাই পয়েন্টের দিক দিয়ে এ তিন দলের চেয়ে এগিয়ে থাকতে হবে ইংলিশদের।

নেদারল্যান্ডসের পর পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে ইংল্যান্ড। এ দুই ম্যাচেই জিততে চায় ইংলিশরা। আপতত নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে জয়ই দলের প্রধান লক্ষ্য বলে জানালেন ওপেনার জনি বেয়ারস্টো, 'আমাদের লক্ষ্য এখন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলা নিশ্চিত করা। এজন্য শেষ দুই ম্যাচেই জিততে চাই আমরা। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে জয় দিয়ে হারের বৃত্ত থেকে বের হতে হবে দলকে। তাহলে আত্মবিশ্বাসও ফিরে পাব আমরা। এজন্য তিন বিভাগেই ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে, যা আমরা এবারের আসরে শেষ ৫ ম্যাচে করতে পারিনি। আশা করছি, শেষ দুই ম্যাচসেরা পারফরম্যান্সই করবে সতীর্থরা।'

এদিকে ৭ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের নবম স্থানে আছে নেদারল্যান্ডস। শেষ দুই ম্যাচ জিতলে ডাচদের পয়েন্ট হবে ৮। টেবিলে ৮ করে পয়েন্ট নিয়ে সেমির দৌড়ে আছে নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। নেদারল্যান্ডস অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস বলেন, 'আমাদের সামনে এখন সমীকরণ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার আশা বাঁচিয়ে রাখা। শেষ দুই ম্যাচে জিতলে স্বপ্ন পূরণ হবে দলের। এজন্য আমরা বাকি দুটি ম্যাচই জিততে চাই। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেরা ক্রিকেট খেলে পূর্ণ ২ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে চাই।' এখন পর্যন্ত ওয়ানডেতে ৬ বার মুখোমুখি হয়েছে ইংল্যান্ড-নেদারল্যান্ডস। সবক'টিতেই জিতেছে ইংলিশরা। বিশ্বকাপের মঞ্চে তিনবারের দেখায় সব জিতেছে ইংল্যান্ড।

ম্যাক্সওয়েলের দানবীয় ইনিংসে যত রেকর্ড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অতিমানবীয় এক ইনিংসের দেখা মিলল মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। মঙ্গলবার (৭ নভেম্বর) আফগানিস্তানের জয় ছিনিয়ে নিয়ে যান এক অজি ব্যাটসম্যান। আর তিনি হচ্ছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। বিশ্বকাপ ইতিহাসের দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকানো ম্যাক্সওয়েল এদিন গড়েছেন বেশকিছু রেকর্ড।

ম্যাক্সওয়েল ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন ১২৮ বলে। তার ২০১ রানের ইনিংসটিতে আছে ২১টি চার ও ১০টি ছয়ের মার। তাতে অস্ট্রেলিয়া আফগানদের হাত থেকে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে, নিশ্চিত করেছে টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালের টিকিটও।

বিশ্বকাপ ইতিহাসে ম্যাক্সওয়েলের ইনিংসটিই সবচেয়ে দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরি। এর আগে ২০১৫ বিশ্বকাপে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ১৩৮ বলে ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন ক্রিস গেইল। বিশ্ব আসর বাদ দিয়ে গত বছর বাংলাদেশের বিপক্ষে ১২৬ বলে করা ইশান কিশানের ডাবল সেঞ্চুরিটি এ সংস্করণে দ্রুততম।

বিশ্বকাপে রান তাড়া করতে গিয়ে সর্বোচ্চ ইনিংসের রেকর্ড গড়েছেন ম্যাক্সি। রান তাড়ায় আগে কখনো এতো বড় ইনিংস খেলেনি কেউ। এদিকে বিশ্বকাপে নিজের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ইনিংসের পাশাপাশি, ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বোচ্চ ইনিংসের মালিকও এখন ম্যাক্সওয়েল। ২০১১ সালে মিরপুরে বাংলাদেশের বিপক্ষে ১৮৫ রানের অপরাজিত ওয়াটসনের ইনিংসটি ছিল কোনো অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানের ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ ইনিংস।

এছাড়াও, চলতি ওয়ানডে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ইনিংসও এটি। ম্যাক্সওয়েলের ইনিংসের আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে সর্বোচ্চ ১৭৪ রানের ইনিংস খেলেছিলেন প্রোটিয়া ব্যাটসম্যান কুইন্টন ডি কক।

ম্যাক্সওয়েলের পুরো ইনিংসে যে ব্যাটসম্যানটি তাকে সাহায্য করেছেন তিনি দলের অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। এই দুইজন মিলে গড়েন ২০২ রানের অপরাজিত জুটি। যা বিশ্বকাপের পাশাপাশি ওয়ানডে ক্রিকেটে অষ্টম উইকেটে সর্বোচ্চ জুটি। ২০০৬ সালে কেপটাউনে ভারতের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যান্ড্রু হল ও জাস্টিন কেম্পের গড়া ১৩৮ রানের অপরাজিত জুটিটি ছিল এতদিনের সর্বোচ্চ।

হালান্ডের জোড়া গোলে শেষ ষোলোতে ম্যানসিটি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চোটের কারণে তার খেলা নিয়েই ছিল সংশয়। কিন্তু তাকে কেন 'গোলমেশিন' ডাকা হয় তা আরও একবার প্রমাণ করে দিলেন আর্লিং হালান্ড।

প্রায় 'হাফ-ফিট' অবস্থায় জোড়া গোল করলেন তিনি। আর তাতে দারুণ জয়ের পাশাপাশি চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোতে উঠেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি।

মঙ্গলবার রাতে ঘরের মাঠ ইতিহাদ স্টেডিয়ামে সিটিজেনরা ৩-০ গোলে হারিয়েছে ইয়াং বয়েজকে। দলের প্রথম ও তৃতীয় গোলটি করেছেন হালান্ড। আগের ম্যাচেও জোড়া গোল করেছিলেন এই নরওয়েজিয়ান ফরোয়ার্ড। বাকি গোল ফিল ফোডেনের।

শুরু থেকেই মুহুর্মুহু আক্রমণে প্রতিপক্ষের রক্ষণ ব্যতিব্যস্ত করে রাখে সিটি। এর ফল আসে দ্রুতই। ২৩তম মিনিটেই পেনাল্টি থেকে গোল করেন হালান্ড। বিরতিতে যাওয়ার আগে ফিল ফোডেন ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। ইংলিশ মিডফিল্ডার জ্যাক গ্রিলিশের বাড়ানো পাস ধরে বক্সে ঢুকে পড়েন ফিল ফোডেন। এরপর নিখুঁত ফিনিশিংয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন তিনি।

বিরতির পর ব্যবধান বাড়ান হালান্ড। এবার লুইসের বাড়ানো বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বক্সের সামনে থেকে মাপা শটে জালের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন তিনি। চ্যাম্পিয়নস লিগে এটি ৩৪ ম্যাচে তার ৩৯তম গোল। বাকি সময় গোল না পেলেও প্রতিপক্ষকে চাপে রাখে সিটি। সেই চাপে গোলমুখে একটা শটও নিতে পারেনি ইয়াং বয়েজ। পরে এই ব্যবধান নিয়েই মাঠ ছাড়ে সিটি।

এ নিয়ে গ্রুপ পর্বে টানা চার ম্যাচ জিতে নকআউট পর্ব নিশ্চিত করেছে পেপ গার্দিওলার শিষ্যরা। ৪ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ১২ পয়েন্ট। 'জি' গ্রুপ থেকে তাদের সঙ্গী হয়েছে লিপজিগ।

আমরাই দেশকে ডুবিয়েছি: বাটলার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের এমন ভরাডুবি শেষ কবে দেখেছে সবাই সেটা মনে করতে ইতিহাস ঘাটতে হবে। ক্রিকেটের জন্ম যে দেশে সে দেশটিরই এবারের বিশ্বকাপে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা।

বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তকমার অত্যধিক চাপে পিষ্ট হয়েছে বাটলার, স্টোকসরা। তাইতো ম্যাচ শেষে অধিনায়ক জস বাটলারের সহজ স্বীকারোক্তি তাদের কারণেই দেশ ডুবেছে।

ম্যাচ শেষে এক প্রতিক্রিয়ায় জস বাটলার বলেন,ও এটিই ইংল্যান্ড ক্রিকেটের সর্বনিম্ন অবস্থা। এটা আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে। আমাদের মনে হচ্ছে আমরা দেশকে ডুবিয়েছি এবং সেটা এই জার্সি পরিহিত অবস্থায়। বাটলারকে ধরা হয় ইংলিশদের অন্যতম সেরা ওয়ানডে ক্রিকেটার। কিন্তু বিশ্বকাপে তার ফর্ম খারাপ যাচ্ছে। বাটলার বলেন, 'সবাই চাচ্ছিল অধিনায়ক হিসেবে আমি যেন সামনে থেকে নেতৃত্ব দেই, কিন্তু আমার সাম্প্রতিক ফর্ম সবাইকে কষ্ট দিচ্ছে। অবশ্যই দলের ব্যাটিং অর্ডারের আমার পজিশনটা গুরুত্বপূর্ণ। যে কারণে আমার খারাপ ফর্ম দলের পারফরম্যান্সে বড় আঘাত করে।

বিশ্বকাপে আসার আগে বেশ ভালো ফর্ম ছিল বাটলারের, কিন্তু সেটির ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেননি। বিশ্বকাপের আগে আমি বেশ ভালো ফর্মে ছিল। কিন্তু এমন বাজে ফর্ম আমাকে হতাশ করে দিয়েছে।

বিশ্বের শীর্ষ ধনী

ফুটবলার রোনাল্ডো

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বখ্যাত ম্যাগাজিন ফোর্বসের তথ্যানুসারে ২০২৩ সালে সর্বাধিক অর্থ উপার্জনকারী ফুটবলার হলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। আয়ের তালিকায় তিনি পেছনে ফেলেছেন বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা দলের অধিনায়ক লিওনেল মেসি ও ব্রাজিলের নেইমারকে।

শুধু ফুটবলার হিসেবে নয়, ক্রীড়াঙ্গনে সর্বাধিক আয় করা খেলোয়াড়ও রোনাল্ডো। ২০২৩ সালে তাঁর আয়ের পরিমাণ ২৬০ মিলিয়ন ডলার। গত জানুয়ারিতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে রোনাল্ডো সৌদি ক্লাব আল নাসরে যোগ দেন। ক্লাব থেকে তাঁর আয়ের পরিমাণ ২০০ মিলিয়ন ডলার। আর নাইকি, জ্যাকব অ্যান্ড কোং-সহ অন্য বিজ্ঞাপন সংস্থা থেকে আয়ের পরিমাণ ৬০ মিলিয়ন ডলার।

এই তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসি। গত জুনে ইউরোপ ছেড়ে আমেরিকান ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে নাম লেখানো এই মহাতারকার বার্ষিক আয় ১৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফ্লোরিডার ক্লাবটিতে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তি খাতের জায়ান্ট অ্যাপল থেকে বড় অঙ্কের অর্থলাভের দ্বরজা খুলে গেছে এলএমটেনের।

তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন সৌদি ক্লাব আল হিলালে খেলা নেইমার। তাঁর আয়ের পরিমাণ ১১২ মিলিয়ন ডলার। শুধু রোনাল্ডো ও নেইমার নয়, সেরা দশে সৌদি ক্লাবে খেলা করিম বেনজেমা ও সাদিও মানে স্থান করে নিয়েছেন। ১০৬ মিলিয়ন ডলার নিয়ে বেনজেমা পঞ্চম ও সাদিও মানে রয়েছেন সপ্তম স্থানে। মানের আয়ের পরিমাণ ৫২ মিলিয়ন ডলার।

এরপর আয়ের দিক থেকে তালিকার চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে রয়েছেন যথাক্রমে দুই ফরাসি ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপে (১১০ মিলিয়ন) ও করিম বেনজেমা (১০৬ মিলিয়ন)। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ থেকে সর্বোচ্চ উপার্জনকারী খেলোয়াড ম্যানচেস্টার সিটির নরওয়েজিয়ান তারকা আর্লিং হালান্ড (৫৮ মিলিয়ন)।

ফোর্বসের তালিকায় শীর্ষ দশ:

১. ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো (২৬০ মিলিয়ন)
২. লিওনেল মেসি (২০০ মিলিয়ন)
৩. নেইমার জুনিয়র (১১২ মিলিয়ন)
৪. কিলিয়ান এমবাপে (১১০ মিলিয়ন)
৫. করিম বেনজেমা (১০৬ মিলিয়ন)
৬. আর্লিং হালান্ড (৫৮ মিলিয়ন)
৭. মোহামেদ সালাহ (৫৩ মিলিয়ন)
৮. সাদিও মানে (৫২ মিলিয়ন)
৯. কেভিন ডি ব্রুইনা (৩৯ মিলিয়ন)
১০. হ্যারি কেইন (৩৬ মিলিয়ন)

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR